ছোটদের চয়নিকা
সংগ্রহ-সম্পাদনা : দীপংকর চক্রবর্তী

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
বৈশাখ ১৪৩১
এপ্রিল ২০২৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

CHHOTODER CHOYONIKA
Edited by Dipankar Chakraborty
Published by Oitijjhya
Date of Publication : April 2024

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2024 Dipankar Chakraborty
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

ISBN 978-984-776-398-9

উৎসর্গ

পাপিয়া জেসমিন
সুজয় সেন
অনীতা রায়
ঝুমু কর্মকার

প্রাক্‌কথন

কবিতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জন্মান্তরের। ছাপা বই-এর প্রচলন হবার অনেক আগে, এমনকি যখন মানুষ লিখতে শুরু করেনি, তখনও কবিতা ছিল। নিজের মনের কথাকে অন্ত্যমিলের শিকল পরিয়ে ছোট পরিসরে ধরে রাখার চেষ্টা ছিল মানুষের। মিলের প্রয়োজন ছিল মনে রাখার সুবিধার জন্য। একই লাইন বা পঙ্‌ক্তি বারবার উচ্চারণ করার ফলে মুখস্থ হতো দ্রুত। একজনের কণ্ঠ থেকে এই কথা পৌঁছে যেত আরো বহু মানুষের কণ্ঠে। এভাবেই বেঁচে থাকত কবিতা। অনেকে আবার সুর যুক্ত করতেন কবিতায়। এর ফলে বহু মানুষ এক সঙ্গে সুর দেওয়া কবিতাকে একসাথে উচ্চারণ করতে এবং মনে রাখতে পারতেন। এভাবে বংশপরম্পরায় বেঁচে থাকত কবিতা। একই পঙ্‌ক্তি বারবার আবৃত হতো বলেই এর নাম আবৃত্তি।

মনে রাখার সুবিধার জন্য সেই যুগে কবিতার আকার ছোট হতো। এভাবেই জন্ম হয় লোকছড়া বা প্রবাদ প্রবচনের। খনার বচনের মতো মানুষের কল্যাণকামী রচনাও লেখা হয়েছে ছোট আকারে। বাংলা সাহিত্যেও আদি নিদর্শন বলে কথিত চর্যাপদের পদগুলি আকারে ছোট, মিলযুক্ত এবং সুরে গ্রথিত।

আজকের যুগে অবশ্য কবিতা রচিত হবার পর হাতে লেখা হয়। যারা কম্পিউটার ব্যবহারে অভ্যস্ত তারা নিজের লেখাকে সেখানে লিখে রাখেন। ছাপা হয়ে বই-এর আকারেও প্রকাশিত হয় কবিতা। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কারণে আবৃত্তির একটা শিল্পরূপ তৈরি হয়েছে। আবৃত্তি ধীরে ধীরে একটি আবশ্যিক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর নাম দেওয়া হয়েছে বাচিক শিল্প।

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে বহু মানুষ এই চর্চার সঙ্গে জড়িত। বহু সংগঠন গড়ে উঠেছে শহরে এবং গ্রামে। বাচিক শিল্প চর্চার আওতায় এখন শুধু কবিতা নয়, গদ্য এবং নাটকও প্রাধান্য পায়। তবে সব চর্চার মূলকথা হচ্ছে প্রমিত উচ্চারণ শিক্ষা। কণ্ঠের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, শুদ্ধ উচ্চারণ, বক্তব্যকে অর্থবহ এবং মনোগ্রাহী করে তোলা এই শিল্পের মূল কাজ। .

আবৃত্তি শেখানোর কাজটি শুরু করা যায় শিশুকাল থেকেই। শেখাবেন যিনি, তার অবশ্যই করণীয় বিষয়গুলি জানা থাকতে হবে। একই সঙ্গে উচ্চারণ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। খুব সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিছু কথা এখানে যুক্ত করা হলো, যা থেকে প্রাথমিক ধারণা নিতে পারবেন যে কেউ।

১. প্রথমে শেখাতে হবে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের আলাদা এবং স্পষ্ট উচ্চারণ।

২. দশটা ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। এদের মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। বর্ণগুলি হলো খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ এবং ভ। এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় ভেতর থেকে বাতাসের একটা ধাক্কা প্রয়োজন। এই ধাক্কা যথাযথ না হলে উচ্চারণ বদলে গিয়ে অল্পপ্রাণ বর্ণ বা ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব হয়ে যাবে।

    এই ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে কিনা তা দু'ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায়। বন্ধঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার চার আঙুল দূরে মুখ রেখে বর্ণগুলি উচ্চারণ করতে হবে। অল্পপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ ঠিক হলে মোমবাতির শিখা

কাঁপবে না। মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ ঠিক হলে মোমবাতির শিখা কাঁপবে। অর্থাৎ বাতাস ঠিকমতো ধাক্কা দিচ্ছে এটা বোঝা যাবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে হাতের পাতার উল্টো দিকটা মুখের থেকে ইঞ্চি খানেক দূরে রেখে কখ, গঘ, চছ, জঝ, টঠ, ডঢ, তথ, দধ, পফ, বভ –এই জোড়াগুলো উচ্চারণ করতে হবে। প্রথম বর্ণটি উচ্চারণের সময় হাতে বাতাসের ধাক্কা লাগবে না, কিন্তু দ্বিতীয় বর্ণটি উচ্চারণের সময় হাতে বাতাসের ধাক্কা লাগবে। এর ব্যতিক্রম হলে বুঝতে হবে উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না। প্রথম পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এভাবে জোড়ায় জোড়ায় শব্দ উচ্চারণ করা যেতে পারে।

৩. আমাদের উচ্চারণের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে র, ড় এবং ঢ় নিয়ে। এর উচ্চারণগুলো আলাদা করে শিখতে হবে। আমরা সাধারণত এ বিষয়ে কম সতর্ক থাকি। ফলে সবকটি বর্ণের উচ্চারণ এক রকম শোনায়। র উচ্চারণের সময় জিভের ডগা দাঁতের গোড়ার উঁচু জায়গাটাকে স্পর্শ করবে। ড় উচ্চারণকালে জিভের ডগা আরো ওপরে উঠবে এবং জিভ ওপর থেকে নিচে নেমে আসবে। ড় অল্পপ্রাণ বর্ণ। এর মহাপ্রাণ রূপ ঢ়। উচ্চারণ- RHO; জিভের অবস্থান এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণও গুরুত্বপূর্ণ। এটি উচ্চারণের সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে। এটি একটি নাসিক্য ধ্বনি। এর আলাদা কোনো অবস্থান নেই। কোনো না কোনো বর্ণের ঘাড়ে সে চেপে বসে থাকে। যে বর্ণের সঙ্গে এটি যুক্ত থাকে তার সঙ্গে আঁ ধ্বনি যুক্ত হয়। এর উচ্চারণ খুব জটিল নয়; তবে শিখতে হয় বা শেখাতে হয় খুব সতর্কতার সাথে। আরেকটা বিষয় খুব সতর্কতার সাথে মনে রাখতে হবে। চন্দ্রবিন্দুর ওপর যেন অতিরিক্ত জোর না দেওয়া হয়। আর অতি সতর্কতার কারণে যেন আগের বা পরের বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত না হয়।

৫. ঋ-কার যুক্ত বর্ণ পদের যেখানেই থাকুক উচ্চারণে দ্বিত্ব হবে না। যেমন– অদৃশ্য। উচ্চারণ : অদৃশ্শো (অদ্দৃশ্শো নয়), আবৃত্তি (আব্বৃত্তি নয়)।

৬. শ, ষ এবং স-এর উচ্চারণ বাংলায় প্রায় এক রকম। যদিও বর্ণের নামকরণে তালু, মূর্ধা এবং দন্ত্য কথাটি আছে। আশিস, অশেষ এবং সবিশেষ শব্দের উচ্চারণ করলে ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা যাবে।

৭. ত, থ, ন, র এবং ল-এর আগে যুক্ত শ-এর উচ্চারণ ছ (S) এ পরিবর্তিত হবে। যেমন– শ্রম, বিশ্রাম, অশ্রু, শ্রাবণ, শ্রমণ, শ্রেষ্ঠ।

৮. ম-ফলা যদি শব্দের শুরুতে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে ম-এর উচ্চারণ হয় না। ম-ফলা যুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ সামান্য নাসিকা প্রভাবিত হয়। যেমন– শ্মশান (শঁশান), স্মারক (শাঁরোক)।

৯. শব্দের মাঝখানে বা শেষে ম-ফলা যুক্ত হলে যে বর্ণের সাথে যুক্ত হয় তার (ঙ গ ট ন ম এবং ল ব্যতীত) দ্বিত্ব হয়। যেমন– গ্রীষ্ম (গ্রিশ্শোঁ), ছদ্মবেশ (ছদ্দোঁবেশ) , রশ্মি (রোশ্শিঁ), বিস্ময় (বিশ্শঁয়)।

১০. গ, ঙ, ট, ন, ম এবং ল-এর সাথে যুক্ত ম ফলার ম উচ্চারণ অবিকৃত থাকে এবং সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণের দ্বিত্ব হয় না। যেমন– বাগ্মি (বাগ্মি), বাঙ্ময় (বাঙ্ময়), জন্ম (জন্মো), উন্মাদ (উন্মাদ্), সম্মান (সম্মান্)।

১১. যুক্তবর্ণের সাথে ম-ফলা একত্রিত হলে তার কোনো আলাদা উচ্চারণ হয় না। যেমন– লক্ষ্মী (লোক্খিঁ), সূক্ষ্ম (শুক্খোঁ), লক্ষ্মণ (লক্খোঁন), যক্ষ্মা (জক্খাঁ)।

১২. পদের প্রথম বর্ণে ব-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত তার উচ্চারণ হয় না। যেমন : স্বপ্ন, শ্বাস, দ্বিধা, স্বাধীনতা, দ্বাদশ, ত্বরা।

সূচি

ভালো আবৃত্তি করতে হলে যা জানতে হবে ১৫
শিক্ষকরা যা করবেন ১৭
জিভের জড়তা ভাঙা ১৯
আসল কথা ২১
অজিত দত্ত
ভুতুড়ে ২২
অশোকবিজয় রাহা
জাপানি ছড়া ২৩
অমিতাভ চৌধুরী
রবিঠাকুর ২৪
অমিতাভ দাশগুপ্ত
শীত আসে ২৫
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী
আমাদের রামদাস ২৬
অসীম সাহা
নামকরণ ২৮
অসিতবরণ হাজরা
কলম কিনি কেন? ২৯
অন্নদাশঙ্কর রায়
আজব ৩০
অরুণাভ সরকার
এমন ছড়া ৩১
অপূর্ব দত্ত
খেয়ে গেছে গাধাতে ৩২
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
আমি ৩৩
আহসান হাবীব
ঠিকানা ৩৪
আতোয়ার রহমান
খট্‌কা ৩৫
আবদার রশীদ
পরামর্শ ৩৬
আবদার রশীদ

বাণিজ্যেতে যাবো ৩৭
আমি আশরাফ সিদ্দিকী
ডাক্তার ৩৮
আনন্দ বাগচী
ভাই ৩৯
আবু কায়সার
একুশের ছড়া ৪০
আল মাহমুদ
নোলক ৪১
আল মাহমুদ
পাখির মতো ৪২
আল মাহমুদ
জানাজানি ৪৩
আসাদ চৌধুরী
গাঁয়ের ছবি মায়ের ছবি ৪৪
আসলাম সানী
আমি ৪৫
আখতার হুসেন
সোনা মানিক ভাইরা আমার ৪৬
আখতার হুসেন
কোনো এক মাকে ৪৭
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গানের গুঁতো ৪৯
আশা দেবী
আমার ভালোবাসা ৫০
আহমাদ উল্লাহ
একুশের কবিতা ৫১
আলাউদ্দিন আল আজাদ
একুশের কবিতা ৫২
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
আমার ছবি ৫৩
আমীরুল ইসলাম
সখ শুধু ভোজনে ৫৪
আবুল খায়ের মুসলেহ্‌উদ্দিন

৫৫ পেটুক রাজা
আল-কামাল আবদুল ওহাব
৫৬ রূপকথা নয়
আবু হাসান শাহরিয়ার
৫৭ স্বাধীনতা
আনওয়ারুল কবীর বুলু
৫৮ গুড বাই
আল মুজাহিদী
৫৯ করিসনেকো ভয়
আফলাতুন
৬০ রবীন্দ্রনাথ
আলতাফ আলী হাসু
৬১ আমরা যাবো
আবু সালেহ
৬২ আমি
আলী ইমাম
৬৩ আকাশ তুমি
আহমাদ মাযহার
৬৪ স্বাধীনতা
আনজীর লিটন
৬৫ খোকন হাসে অই
আহসান মালেক
৬৬ একুশখানা বই
উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
৬৭ লাল সূর্যের টিপ কপালে
এবরার হোসেন
৬৮ প্রতিরোধের ছড়া
এখলাসউদ্দিন আহ্‌মদ
৬৯ যাবোই যাবো মাগো
এখলাসউদ্দিন আহ্‌মদ
৭০ কারণ ছাড়া
ওয়াসিফ-এ-খোদা
৭১ আদর্শ ছেলে
কুসুমকুমারী দাশ

আয়রে পাখি ৭২
কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
আমির কুমিরের ছড়া ৭৩
কাজী আবুল কাসেম
পারিব না ৭৪
কালীপ্রসন্ন ঘোষ
আমি সাগর পাড়ি দেবো ৭৫
কাজী নজরুল ইসলাম
ঝিঙে ফুল ৭৬
কাজী নজরুল ইসলাম
খুকি ও কাঠবেড়ালি ৭৭
কাজী নজরুল ইসলাম
লিচু-চোর ৭৮
কাজী নজরুল ইসলাম
সংকল্প ৮০
কাজী নজরুল ইসলাম
পাছে লোকে কিছু বলে ৮১
কামিনী রায়
দুরন্ত কিশোর ৮২
কাজী কেয়া
বুঝিবে সে কিসে ৮৩
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কানা বগি ৮৪
খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন
কাজলা দিদি কই ৮৫
খালেক বিন জয়েনউদ্দীন
তরুণ-দল ৮৬
গুরুসদয় দত্ত
কিশোর ৮৭
গোলাম মোস্তফা
মোছ আঁখি ৮৮
চিত্তরঞ্জন দাস
পল্লী জননী ৮৯
জসীমউদ্‌দীন
আবার আসিব ফিরে ৯১
জীবনানন্দ দাশ
ভালুক-বন্দী ৯২
জগন্নাথ চক্রবর্তী
ঢাকাই ছড়া ৯৩
তপংকর চক্রবর্তী
একুশের কবিতা ৯৪
তোফাজ্জল হোসেন
এক ঝলক ৯৫
দিলওয়ার
নন্দলাল ৯৬
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দোল্‌না ৯৭
দিনেশ দাস
প্রভাত ৯৮
দীনবন্ধু মিত্র
ঘুমের মধ্যে ৯৯
নির্মলেন্দু গৌতম
প্যাঙ্গোলিন ১০০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আই এ বনাম আই কম ১০১
নাসির আহমেদ
কাজের লোক ১০২
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
রুমির ইচ্ছা ১০৩
নরেশ গুহ
বিষ্টি ১০৪
নির্মলেন্দু গুণ
পথের মাঝি ১০৫
নরেন্দ্র দেব
ভাল ১০৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র
টুপুরের প্রার্থনা ১০৭
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
লাট সায়েবের জুতো ১০৮
প্রণব চৌধুরী
ঘড়ি ১০৯
পবিত্র সরকার
মেলায় যাওয়ার ফ্যাঁকড়া ১১০
ফররুখ আহমদ
আঁকতে আঁকতে ১১১
ফারুক নওয়াজ
জাতিসংঘ ১১২
ফারুক হোসেন
স্মৃতিসৌধ ১১৩
ফয়েজ আহমদ
১১৪ মুক্তি-বাহিনী
ফজল-এ-খোদা
১১৫ স্বর্গ ও নরক
ফজলুল করিম
১১৬ পাখির সঙ্গে
বিশ্বজিৎ চৌধুরী
১১৭ অয়ন্তি যায় শ্বশুর বাড়ি
বিমল গুহ
১১৮ এক যে ছিল ডাইনি
বিনোদ বেরা
১১৯ রবি ঠাকুরকে ছোট ছেলের চিঠি
ব্রত চক্রবর্তী
১২০ আমাদের গ্রাম
বন্দে আলী মিয়া
১২১ মানুষের কবি
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
১২২ মিষ্টি ছড়া
মাহমুদ হক
১২৩ বাংলাদেশ
মুক্তিহরণ সরকার
১২৪ প্রবাসী
মিয়া মনসফ
১২৫ ঝড়
মৈত্রেয়ী দেবী
১২৬ লিখছি আমি
মৃদুল দাশগুপ্ত
১২৭ হাটে হাঁড়ি ভাঙা
মাযহারুল ইসলাম
১২৮ এই অক্ষরে
মহাদেব সাহা
১২৯ আজব জুতো
মোহাম্মদ মোস্তফা
১৩০ এই দেশ এই পতাকা
মুস্তাফা মাসুদ
১৩১ এগিয়ে চলো যাই
মনোমোহন বর্মণ
১৩২ স্বাধীনতার গল্প
মসউদ-উশ-শহীদ
১৩৩ মেঘনা
মাহবুব তালুকদার

একুশের ছড়া ১৩৪
মাহমুদউল্লাহ
প্রভাত ১৩৫
মদনমোহন তর্কালঙ্কার
ডুমুর গাছে হাওয়ার ঘুঙুর ১৩৬
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
অস্ত্র ১৩৭
মনীন্দ্র রায়
মজার দেশ ১৩৮
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
কাজের ছেলে ১৩৯
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
ইচ্ছে ১৪১
রামকিশোর ভট্টাচার্য
ডাক পিওন ১৪২
রোকনুজ্জামান খান
সকাল হল যুদ্ধে চল ১৪৩
রামচন্দ্র পাল
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ১৪৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রভাত-উৎসব ১৪৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সু-প্রভাত ১৪৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাবুই পাখিরে ডাকি ১৫০
রজনীকান্ত সেন
আমার ছড়া ১৫১
রফিকুল হক
জ্বালাও নতুন আলো ১৫৩
রবীন আহসান
রঙতুলি ১৫৪
রশীদ সিন্‌হা
ষোলই ডিসেম্বর ১৫৫
রোমেন রায়হান
মিটমাট ১৫৬
রাম চট্টখুন্ডী
সেই ছেলেটি ১৫৭
রহিম শাহ
অদ্ভুতুড়ে ১৫৮
রঞ্জন ভাদুড়ি

বেড়াল ছানা ১৫৯
লুৎফর রহমান রিটন
পুঁচকে ১৬০
শিবরাম চক্রবর্তী
শ্যামছাগলের বাড়িতে ১৬১
শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়
ভূতের ওঝা ১৬২
শৈল চক্রবর্তী
পগার পার ১৬৩
শঙ্খ ঘোষ
হ্যালো, হ্যালো ১৬৪
শৈলশেখর মিত্র
তিনটে কালো চামচিকে ১৬৫
শৈলশেখর মিত্র
স্বাধীনতা তুমি ১৬৬
শামসুর রাহমান
খোকন সোনার ছড়া ১৬৮
শুভংকর চক্রবর্তী
কোথায় ১৬৯
শামসুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধ ১৭০
শাহাবুদ্দীন নাগরী
বাবার মুখ ১৭১
শাকিল কালাম
আমরা তোমার বন্ধু ছিলাম ১৭২
শ্যামলকান্তি দাশ
সন্ধ্যা ১৭৪
শাহাদৎ হোসেন
ভেসে যাচ্ছি ১৭৫
শৈলেন্দ্র হালদার
ব্যকরণের ছড়া ১৭৬
সামসুল হক
অধম ও উত্তম ১৭৭
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
তোমরা যখন ১৭৮
সুফিয়া কামাল
ছাড়পত্র ১৭৯
সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৭৯
আমরা এসেছি ১৮০
সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৮১ উদ্যোগ
সুকান্ত ভট্টাচার্য
১৮২ রাজার হুকুম
সুনীল জানা
১৮৩ সৎ পাত্র
সুকুমার রায়
১৮৪ আবোল তাবোল
সুকুমার রায়
১৮৫ বাবুরাম সাপুড়ে
সুকুমার রায়
১৮৬ ভালরে ভাল
সুকুমার রায়
১৮৭ রামগরুদের ছানা
সুকুমার রায়
১৮৮ ভয় পেয়ো না
সুকুমার রায়
১৮৯ অসম্ভব নয়!
সুকুমার রায়
১৯০ জীবনের হিসাব
সুকুমার রায়
১৯১ হারাধনের দশটি ছেলে
সৈয়দ শামসুল হক
১৯২ দুই ভূত
সিদ্ধার্থ সিংহ
১৯৩ আকাশ কুসুম
সিকদার আমিনুল হক
১৯৪ কোথায় হারু
সুনির্মল বসু
১৯৫ নতুন পড়া
সালেম সুলেরী
১৯৬ চাঁদের কপালে চাঁদ
সানাউল হক
১৯৭ চল্‌ রে টুকুন
সুদেব বক্‌সী
১৯৮ লোকটা
সন্তোষ দত্ত
১৯৯ নেই মাথা নেই মুন্ডু
সরল দে
২০০ তিয়ার শ্রাবণ
সব্যসাচী দেব

আদেশ বদল ২০১
সুকেশ ঘোষ
সারাদিন ২০২
সিকদার নাজমুল হক
মেঘ ২০৩
সৈয়দ আলী আহসান
সবুজের বুকে লাল ২০৪
সারওয়ার-উল-ইসলাম
রঙিন অতিথি ২০৫
সুজন বড়ুয়া
খেলা দেখে যান ২০৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
কুটুম কুটুম ছড়া ২০৭
সিকানদার আবু জাফর
বৃষ্টিতে ২০৮
সৈয়দ আল ফারুক

বারণ ২০৯
সিরাজুল ফরিদ
রক্তে দিয়ে পেলাম ২১০
সুখময় চক্রবর্তী
রাজায় রাজায় ২১১
সৈয়দ নাজাত হোসেন
ওলট পালট ২১২
সুকুমার বড়ুয়া ২১২
ঠিক আছে ২১৩
সুকুমার বড়ুয়া
ছড়া ২১৪
সরদার জয়েনউদ্দীন
মেঘনার ঢল ২১৫
হুমায়ুন কবীর

২১৬ নাকের ডগায়
হাবীবুর রহমান
২১৭ নামের ছড়া
হাবীবুল্লাহ সিরাজী
২১৮ ছড়া
হাসান জান
২১৯ তিন শেয়াল
হোসেন মীর মোশারফ
২২০ তুমি এলে বলে
আহসান খান
২২১ দোকানি
হুমায়ুন আজাদ
২২৩ বড় কে?
হরিশ্চন্দ্র মিত্র

ভালো আবৃত্তি করতে হলে যা জানতে হবে

কবি কী বলছেন

এ কথার অর্থ হলো কবিতার বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কবিতার বিষয়বস্তু না বুঝে অন্য কাউকে অনুসরণ করে আবৃত্তি করলে সে আবৃত্তি ভালো শোনাতে পারে, কিন্তু আবৃত্তিকারের নিজস্বতা তৈরি হবে না। তাই প্রতিটি কবিতা ভালোভাবে বোঝা এবং অনুভব করা খুব জরুরি। যে শিশুটি রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতাটি আবৃত্তি করবে তার জন্যও কবিতা এবং শব্দের অর্থ বোঝা জরুরি। সে কখনো পালকি দেখেনি, ঢাল-তলোয়ার কী, তাও জানে কী না সন্দেহ। সূর্য পাটে নামা কিংবা মরা নদীর সোঁতা বলতে কী বোঝায় তাও শিশুটির জানা থাকা দরকার। এভাবে ছোট বয়স থেকে চর্চা করলে কবিতার প্রতিও তার আগ্রহ বাড়বে। সে আর তোতাপাখির মতো মুখস্থ জিনিস আওড়াবে না।

কবিতা মুখস্থ করা

কবিতা কয়েকবার পড়লে আপনা থেকেই মুখস্থ হয়ে যায়। মুখস্থ থাকলে আবৃত্তি করার সময় দুশ্চিন্তা কম থাকে। হাতে করে বই বা ফোন ধরে রাখতে হয় না। আলো কম থাকলেও দুশ্চিন্তা করতে হয় না। অবশ্য দেখে দেখেও আবৃত্তি করা সম্ভব। যারা বলেন যায় না, আমি তাদের পক্ষের মানুষ নই। তবে মুখস্থ থাকাটা আবৃত্তিকারের জন্য ভালো।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম

দম ধরে রাখা এবং ধীরে ধীরে দম ছাড়া আবৃত্তি শিক্ষায় একটা কার্যকরী পাঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। শিক্ষার্থীকে দম নেওয়া, দম ধরে রাখা এবং দম ছাড়া শেখাতে হবে নিয়ম মেনে। নিয়মিত অভ্যাস করলে গলায় জোর বাড়বে। গলার স্বর নমনীয় এবং সুরেলা হবে। কাজটা করতে হবে ঘড়ি ধরে। প্রথম দশ সেকেন্ড শ্বাস নিতে হবে, পরের দশ সেকেন্ড শ্বাস ধরে রাখতে হবে এবং পরের দশ সেকেন্ড মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। সকাল-বিকাল দুই বেলা এই অনুশীলনটি করতে হবে দশ থেকে পনেরো বার।

দ্রুত কথা না বলা

দ্রুত কথা বলার ঝোঁক থাকে কোনো কোনো শিশুর। শব্দ দ্রুত উচ্চারণ করলে কথা ঠিকমতো বোঝা যায় না। দ্রুত উচ্চারণ প্রায়শ এক ধরনের শব্দজট তৈরি করে। এই অভ্যাস বদলানোর জন্য গদ্য থেকে পাঠ বেশ কার্যকরী ফল প্রদান করে। শিশুদের জন্য সহজপাঠ জাতীয় বই এক্ষেত্রে বেশ ফলপ্রদ হতে পারে।

কণ্ঠস্বরের ওঠানামা

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, এবং সবাই এটা জানেন যে, আবৃত্তিতে কণ্ঠ ব্যবহার করতে হয়। এই কণ্ঠস্বরে যেমন জোর থাকা প্রয়োজন, তেমনি কণ্ঠস্বরকে ওঠাতে-নামাতে হয়। হারমোনিয়ামের সাথে মিলিয়ে কণ্ঠচর্চা করতে পারলে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। কণ্ঠ যত উঁচুতে উঠবে এবং নিচে নামবে কণ্ঠ তত নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনীয় ওঠানামা কবিতার ভাবকে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

লেজের দিকে ঝুলে যাওয়া

ইংরেজিতে এর নাম 'টেইল ড্রপিং'। অনেকের ক্ষেত্রে এরকম হয় যে, যেভাবে বাক্যটা শুরু হয়েছিল শেষে এসে গলার সেই জোর থাকে না। ফলে শেষের দু'একটা শব্দ পরিষ্কার শোনা যায় না। এ সময় দম ফুরিয়ে যায় বলে এ রকম হয়। সামান্য সচেতনতাই এই রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে। দম বাড়ানোর জন্য যে চর্চার কথা আগে বলা হয়েছে তার অনুশীলন করলে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। অনেকের ক্ষেত্রে একটা ভিন্ন ঘটনা ঘটে। তারা বাক্যের শেষে অকারণ জোর দেয়। এ বিষয়টাও স্বাভাবিক নয় এবং গোড়া থেকেই এই বদভ্যাসকে দূর করতে হবে।

ছন্দ

ছন্দ একটি দীর্ঘ চর্চার ব্যাপার। এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকলেও আবৃত্তি করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষককে সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। কবিতার পর্ব ভাগ করে দেখাতে হবে এবং ছন্দের দোলাটা শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এভাবে করা গেলে আপনা থেকেই শিক্ষার্থীর ভেতর ছন্দবোধ কাজ করবে এবং তার পক্ষে যথাস্থানে থামা বা লাইন ভাঙা সহজ হবে। পরবর্তী সময়ে ছন্দ শিক্ষাও সহজ হবে।

নিয়মিত কবিতা পড়া

প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য কবিতা পড়ার বাইরে প্রতিদিন কিছু কবিতা পড়া দরকার। নিয়মিত কবিতা পড়লে যেমন কবিতা বিষয়ে ভালো ধারণা হয় তেমনি যেসব কবিতা পছন্দ হবে তার একটা তালিকা করা যায়। আবৃত্তি চর্চা করতে আগ্রহীদের এরকম একটা নিজস্ব তালিকা থাকা দরকার।

শিক্ষকরা যা করবেন

সাহস জোগানো, প্রশংসা করা

শুরু থেকেই কেউ ভালো আবৃত্তি করে, এমন নয়। ফলে যে আবৃত্তি শিখবে তাকে উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে। উৎসাহ দিলে তার সাহস বাড়বে। উচ্চারণ স্পষ্ট হবে। কবিতার সঙ্গে তার পরিচয় বাড়লে এবং প্রশংসা পেলে আবৃত্তির প্রতি তার ভালোবাসা জন্মাবে।

শিশুর ওপর রাগ করা চলবে না। ভুল করাই তার স্বভাবধর্ম। সেই ভুলকে শুধরে দিতে হবে প্রশংসার মধ্য দিয়ে। এরকমটা করা গেলে দ্রুত সে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারবে।

শব্দ নিয়ে খেলা

শিশুকে উচ্চারণ শেখানোর সময় মনে রাখতে হবে সে যেন পুরো ব্যাপারটাকে খেলা হিসেবে গ্রহণ করে। ধরা যাক, তাকে 'চন্দ্রবিন্দু'র উচ্চারণ শেখানো হচ্ছে। পাঁচটা শব্দের নমুনা ব্যবহার করে তাকে এই উচ্চারণ শেখানো হচ্ছে। শব্দগুলো হচ্ছে– চাঁদ, দাঁত, হাঁস, বাঁশ এবং পাঁক। এরপর তাকে বলতে হবে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত আরো কিছু শব্দ খুঁজে আনতে। হয়তো সে নিজের যোগ্যতাতেই বেশ কিছু শব্দ খুঁজে বের করতে পারবে। হয়তো সে অভিভাবকের সাহায্য নেবে। যা কিছু ঘটুক তাকে প্রশংসা করতে হবে এবং শব্দগুলো উচ্চারণ করে তাকে শোনাতে হবে। এরকম খেলা খেলতে খেলতেই সে আবৃত্তি বিষয়টাকে সহজভাবে নেবে। তার উচ্চারণও সুন্দর হয়ে উঠবে।

ভালো আবৃত্তি শোনানো

আবৃত্তি চর্চার এক পর্যায়ে শিশুকে খ্যাতিমান আবৃত্তিকারদের আবৃত্তি শোনাতে হবে। আজকাল নানা মাধ্যমে এরকম আবৃত্তি পাওয়া যায়। এর ফলে তার আবৃত্তি বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে। পাশাপাশি, কবিতাটি শুনিয়ে তার মতামত জানতে চাইলে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানারকম মন্তব্য করবে। এই মতামত দেয়ার সুযোগ তাকে আবৃত্তি বিষয়ে আগ্রহী করে তুলবে।

আবৃত্তিতে অভিনয় যুক্ত করা

আজকাল আবৃত্তিতে অঙ্গভঙ্গি কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু শিশুকে কণ্ঠের সাহায্যে অভিনয় করানো যায়। এটা তাকে তার স্বাভাবিক সৃজনশীলতার বিকাশে সাহায্য করবে। লক্ষ করবেন, শিশু অভিনয় খুব পছন্দ করে। অভিনয় করার মতো কবিতা পেলে সে নিজে নিজে কাহিনির চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' বা 'বীর পুরুষ' কবিতা আবৃত্তির সময় কিংবা নজরুলের 'লিচুচোর' কবিতা আবৃত্তির সময় সে ঐ কবিতার চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। কণ্ঠস্বরে সব রকমের আবেগ ফোটাতে পারে শিশু। শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু পাশে থেকে তাকে সাহায্য করে যাওয়া।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, শিশু বলতে আমরা ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সীদের কথা বলছি। এই বয়সীদের মধ্যে আবার বেশ কয়েকটা ভাগ হতে পারে। তবে যে কোনো ক্ষেত্রেই সামান্য হেরফের করে ওপরের নিয়মগুলো প্রযোজ্য হবে।

জিভের জড়তা ভাঙা

ইংরেজিতে কিছু বাক্য আছে যার নাম tongue-twister। এ বাক্যগুলি নিয়মিত চর্চা করলে জিভের জড়তা কাটানো যায়। বাংলাতেও এরকম বাক্য আছে। সবচেয়ে পরিচিত বাক্য হলো, ‘পাখি পাকা পেঁপে খায়’। খুব সতর্ক না থাকলে পরপর দশবার দ্রুত এই বাক্যটি উচ্চারণ করা কঠিন। এমনকি একজন ভালো আবৃত্তিকারও এ বিষয়ে পরীক্ষায় ব্যর্থ হতে পারে। এরকম আরেকটি বাক্য হলো, ‘তেলে চুল তাজা, জলে চুন তাজা’।

তবে আমরা যে ক’টি বাক্য নিচে যোগ করেছি তা এত কঠিন নয়। বিশেষ বিশেষ বর্ণের উচ্চারণ মনে রাখা এবং রপ্ত করার জন্য বাক্যগুলি বানানো হয়েছে।

১. হাঁস গিয়েছে চাঁদের দেশে,
আমরা কোথায় যাই
বারো হাঁড়ি রাবড়ি কিনে
পঁচিশ জনে খাই।

২. গ্রীষ্মে ছদ্মবেশে শ্মশানে যে যায়
পরজন্মে বাগ্মী হয় লক্ষ্মীর কৃপায়

৩. জিহ্বা-ও বিহ্বল হয়
যদি তার আহ্বান পায়
কোনোমতে চুপিচুপি
গহ্বরে লুকায়।

৪. দধি ভেবে চুন কিনে
চেটেপুটে খেল
পেটফুলে ভবলীলা
সাঙ্গ হয়ে গেল।

৫. প্রথম প্রভাতে প্রজাপতি দল
নিজেকে প্রকাশ করে,
স্বাধীনতা পেয়ে উড়ে চলে যায়
অনন্ত অম্বরে।

৬. আবৃত্তি সহজ নয়, বিপ্র বলিলেন
ক্ষিপ্রভাবে তারপর কোথায় গেলেন!

৭. যষ্ঠিহাতে ষষ্ঠিবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাথে
বৃষ্টি ভিজে কষ্ট করে ফিরেছেন রাতে ।

৮. দুষ্ট মেয়ের মিষ্টি কথায়
বিষ্টি নামে না
স্পষ্ট করে বললে কথা
ইষ্টি আসে না ।

৯. বড় বাড়ি থেকে ঘোড়া কিনে এনে
খাওয়াই মাংস তাকে
পাঁচদিন গেল, সেই বুড়ো ঘোড়া
ব্যাঘ্রের মতো ডাকে ।

১০. সন্ধ্যার অন্ধকারে বিহঙ্গেরা ফিরে আসে ঘরে
অম্বরে গম্ভীর ধ্বনি মৃদঙ্গে, সেতারে ।

১১. আষাঢ়ে আকাশে বড় বাড়াবাড়ি
বিহ্বল হয় প্রাণ
উন্মাদ মন ছুটে যেতে চায়
পেয়ে স্বপ্নের ঘ্রাণ ।

১২. সদ্য নদীর ঘাটে কন্যা এসেছেন
পতি তার ঘাটে বসে কবিতা লেখেন ।

১৩. লক্ষ লোক রক্ষা করে যক্ষের ভাণ্ডার
চক্ষের পলকমাত্র, সব একাকার ।

১৪. এ গ্রহে ভ্রমণ মোটে মসৃণ নয়
ক্রমে ক্রমে এ গ্রহের পাবে পরিচয় ।

১৫. ক্ষেপা করে বেচাকেনা হেলা ফেলা করে
ঠেলা খেয়ে ক্ষেপে যায়, সব দেয় ফেলে ।

১৬. শ্রম, ক্রম, প্রজ্ঞা আর গ্রন্থ উচ্চারণে
প্রথমে ‘ও’ কার হয় জানে সর্বজনে ।

এবার আবার দু’একটা tongue-twister-

১. চাচায় চা চায়, চাচি চেঁচায় ।
২. ‘সাগর-৬’ সোয়া ছ’টায় ছাড়ে ।
৩. দুধের চাছি চেছে খেয়ে চৌগাছা গিয়েছি ।
৪. Blue blood, bad blood.
৫. She is seeing ships sitting on the sea-shore.

আসল কথা

অজিত দত্ত

একটি আছে দুষ্টু মেয়ে,
একটি ভারি শান্ত,
একটি মিঠে দখিন হাওয়া,
আরেকটি দুর্দান্ত।
আসল কথা, দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
হঠাৎ ভালো, হঠাৎ সেটি
দস্যি হয়ে ওঠে।

একটি আছে ছিঁচকাঁদুনি,
একটি করে ফুর্তি,
একটি থাকে বায়না নিয়ে,
একটি খুশির মূর্তি।
আসল কথা, দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
কান্নাহাসির লুকোচুরি
লেগেই আছে ঠোঁটে।

একটি মেয়ে হিংসুটি আর
একটি মেয়ে দাতা,
একটি বিলোয়, একটি কেবল
আঁকড়ে থাকে যা তা।
আসল কথা, দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
মনের মধ্যে হিংসে আদর
চর্কিবাজি ছোটে।